আজকের কাগজ

তারিখ 09 MAR 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

# চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস নির্মূলে ঐকমত্য সরকার ও প্রশাসনকে উদ্যোগ নিতে হবে

চট্টগ্রাম থেকে চৌধুরী জহিরুল ইসলাম।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানরত ছাত্র সংগঠনগুলো ঐকমত্যে পৌঁছেছে। গত পরশু (শনিবার) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মীর নাসির উদ্দিনের কার্যালয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো এই ঐকমত্যে পৌঁছায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য আর আই চৌধুরী এবং মেয়র ছাড়াও এ আলোচনায় আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের ডিআইজি, ডিসি ও এসপি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতৃত্ব দেন চাকসু'র ভিপি নাজিম উদ্দিন এবং ইসলামী ছাত্র শিবিরের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হামিদুর রহমান আজাদ।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। গত ২৯ ডিসেম্বর মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই শিবিরের একতরফা চাপের মুখে সরকার উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনের স্থলে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আরআই চৌধুরীকে নিয়োগ দেন। ৩১ ডিসেম্বর থেকে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ও চাকসু ৬ দফা দাবিতে অবিরাম ধর্মঘট করে আসছে। তাদের ৬ দফা দাবির অন্যতম ছিলো উপাচার্যের অবৈধ নিয়োগ আদেশ প্রত্যাহার, হলগুলো থেকে শিবিরের সন্ত্রাসীদের বহিষ্কারের জন্যে ছাত্রী হল ছাড়া বাকি হলগুলোকে ৬ মাসের জন্যে খালি করা এবং '৯০-এর ২২ ডিসেম্বর সন্ত্রাসী ঘটনায় নিহত ফারুকুজ্জামান ফারুক হত্যার বিচার করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা হামিদা বানুর নেতৃত্বাধীন শিক্ষক সমিতির বৃহৎ অংশও ছাত্রদের এ দাবিগুলোকে সমর্থন করে ক্লাস বর্জনের ডাক দেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি অচল হয়ে পড়ে।

শনিবার, ছাত্র সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে ১৪ তারিখ থেকে হল হল খালি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্যে আরো কিছু সিদ্ধান্তও নেয়া হয়। এগুলোর মধ্যে ক্যাম্পাসের দেয়াল থেকে সংগঠনগুলোর দেয়াল লিখন মুছে দেয়া, প্রত্যেক ছাত্রকে লেমিনেটেড পরিচয় পত্র বুকে ধারণ করা, মিছিল-মিটিং করার আগে প্রক্টরের অনুমতি নেয়া ইত্যাদি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্যে গতকাল আজকের কাগজ প্রতিবেদক উপাচার্য, প্রক্টর, শিক্ষক সমিতির নেতারাও কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের নেতাদের মুখোমুখি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস নির্মূলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে উপাচার্য বলেন, 'আমরা সবাই একটি ঐকমত্যে পৌঁছেছি। বাকিটুকু করার দায়িত্ব সরকার ও প্রশাসনের।' উপাচার্য আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনকে অবৈধভাবে অপসারণের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আঃ মান্নান ও ডঃ খালেকুজ্জামান একটি মামলা করেছেন।